Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-07-2026 17:02 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৫ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বুধবার ৯ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯৩ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

আলোচনার মাধ্যমেই সামাধান সম্ভব', ইরান-আমেরিকার সংঘাতে শান্তির বার্তা মোদির

রাতভর বৃষ্টিতে দিল্লির রাস্তা যেন নদী, গাছ পড়ে অবরুদ্ধ বহু রাস্তা, নির্মীয়মান বাড়ি ভেঙে মৃত ৩

ফের যুদ্ধের ভ্রূকুটিতে হু হু করে বাড়ছে অশোধিত তেলের দাম, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা দেশে

স্বাস্থ্যভবনে আচমকা ভিজিট মুখ্যমন্ত্রীর,

দালালচক্র রুখতে চালু হচ্ছে লাইভ মনিটরিং

নয়া জামানা ঃ আজ, বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই স্বাস্থ্যভবন পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে যাওয়ার পথে তিনি স্বাস্থ্যভবনের সদ্য তৈরি কন্ট্রোল রুম ঘুরে দেখেন এবং আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই কন্ট্রোল রুম থেকে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে সরাসরি লাইভ মনিটরিং চালানো হবে, যার আওতায় আসবে মহকুমা হাসপাতালগুলিও, আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে। এই নজরদারির মূল লক্ষ্য হাসপাতালে সক্রিয় দালালচক্র বন্ধ করা। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রোগীরা সাধারণত বারবার হাসপাতালে যান না বলে দালালদের সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। তাঁর ভাষায়, কোনও দালালকে আজ হাসপাতালে দেখা গেলে কাল আর তাঁকে দেখা যাবে না।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানান, শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, হাসপাতালের রান্নাঘর থেকে পার্কিং লট; সবটাই আসবে নজরদারির আওতায়। কেন্দ্রীয় সরকার হাসপাতালগুলিকে 'আয়ুষ্মান মন্দির' আখ্যা দিয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মন্দিরের মতোই পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও সেবাপরায়ণতা বজায় রাখতে হবে হাসপাতালগুলিতেও। প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ, কারণ নেতা-মন্ত্রী-আধিকারিকরা সাধারণত সরকারি হাসপাতালে যান না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।রোগীদের খাবারের মান নিয়েও এদিন কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, রোগী-পিছু বরাদ্দ ৫৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করা হয়েছে, যার ফলে খাবারের মান উন্নত হয়েছে।স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিয়েও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। কাজের দায়িত্ব ভাগ স্পষ্ট না থাকায় মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে জানান তিনি; যেমন ট্রলি বহনের দায়িত্বে থাকা কর্মী ইনজেকশন দিয়ে ফেলা, বা নিরাপত্তারক্ষীর সেলাইয়ের কাজ করে ফেলার মতো ঘটনা। এই ধরনের সমস্যা এড়াতে ও কাজ অনুযায়ী কর্মী চিহ্নিতকরণের জন্য বিভিন্ন রঙের ব্যাজ চালু করা হবে বলে জানান তিনি।তারাতলার মতো বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে দ্রুত জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করতে এক মিনিটে ২৫০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে সক্ষম একটি ট্রমা সেন্টার তৈরির কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টার ও আইসিইউ বেডের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে।

রাজ্যে বার্ন ইউনিট পরিষেবার দুর্বলতার কথা স্বীকার করে তা উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।এছাড়া নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর উদ্যোগে ২ হাজার শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মাণাধীন বলে জানান শুভেন্দু, যার মধ্যে ১ হাজার শয্যা সংরক্ষিত থাকবে গরিব ও প্রান্তিক মানুষের জন্য। শীঘ্রই এই হাসপাতালের শিলান্যাস হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নিখোঁজ ১৫ মৎস্যজীবী !

নয়া জামানা ঃ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ১৫ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে নিখোঁজ ট্রলার। বুধবার গভীররাত পর্যন্ত ট্রলারটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সম্ভব হয়নি বলেই খবর। এরপরেই উপকূলরক্ষীবাহিনীকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। এমনকী উপকূল থানার পুলিশকেও সতর্ক করা হয়েছে। শুরু হয়েছে খোঁজ। তবে সময় যত গড়াচ্ছে, ততই উৎকণ্ঠা বাড়ছে ট্রলার মালিক থেকে শুরু করে নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারে। যদিও বুধবার রাতেই শংকরপুর মৎস্যবন্দরে যান মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো। ছিলেন পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা। নিখোঁজ পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমস্তরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

অপরাধ বেড়েছে কমিউনিস্ট ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য, ওদের মাথায় ডিম ছুড়ুন ঃ মন্ত্রী দিলীপ

নয়া জামানা ঃ বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ স্বস্তি প্রকাশ করলেও, ঘটনার যুক্তিযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা যেমন হচ্ছে, তেমনই সত্য গোপনের উদ্দেশ্যেই প্রভাস মণ্ডলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। এই প্রশ্ন তোলার তালিকায় আছেন বর্ষীয়ান বাম নেতা ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং একাধিক বুদ্ধিজীবী।এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার সমালোচকদের তীব্র আক্রমণ করেন বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। কলকাতায় থাকাকালীন প্রতিদিনের মতো এদিনও ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিরোধীদের 'সমাজবিরোধী বুদ্ধিজীবী' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, অপরাধী সাজা পেলেই এরা আন্দোলনে নামে, আর মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি দেখায়। আরও এক ধাপ এগিয়ে কমিউনিস্ট ও বুদ্ধিজীবীদের অপরাধ বৃদ্ধির জন্য দায়ী করে তাঁদের মাথায় ডিম ছোড়ার মন্তব্যও করেন তিনি।তবে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যকে সমর্থন করেননি রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই ধরনের আচরণ বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৎপর হয় প্রশাসন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত গঠিত হয় ৬ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) এবং গ্রেপ্তার করা হয় চার অভিযুক্তকে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাস্থল পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের অস্ত্র কেড়ে পালানোর চেষ্টা করলে পাল্টা গুলিতে মৃত্যু হয় মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের বলে পুলিশের দাবি।এই এনকাউন্টার নিয়ে প্রভাসের মা ও স্ত্রী মন্তব্য করেছেন, অপরাধের শাস্তি প্রাপ্য ছিল। কামদুনি ও হাঁসখালির নির্যাতিতাদের পরিবারও এনকাউন্টারে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

তবে সমাজের একাংশের বক্তব্য, ঘটনার নেপথ্যে কাউকে আড়াল করার চেষ্টা থাকতে পারে। অন্যদিকে অনেকের মতে, এই ধরনের কঠোর শাস্তি ভবিষ্যতে অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

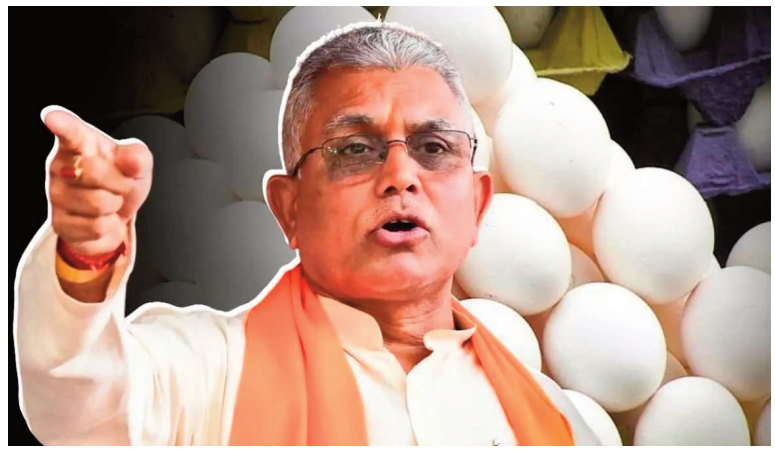

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-07-2026 17:02 Page 2

রাতারাতি গলে গেল অমরনাথের শিবলিঙ্গ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মাত্র ৫ দিন হল শুরু হয়েছিল এই বছরের অমরনাথ যাত্রা। কিন্তু একি! নেই বরফের শিবলিঙ্গ। রাতারাতি সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে বরফানি বাবা। গত ৩ জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল ২০২৬ সালের অমরনাথ যাত্রা। ৫৭ দিন ধরে চলা এই তীর্থযাত্রার মাত্র পঞ্চম দিনেই ঘটে গেল বড় বিপদ। কোন অশনি সঙ্কেত দিচ্ছে? গত ২৩ মে অমরনাথ গুহায় প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হওয়া শিবলিঙ্গ ছিল ৭ ফুটের। বিএসএফের তরফে সেদিন যে ছবি তোলা হয়েছিল তাতে তেমনই বিরাট আকারের শিবলিঙ্গ দেখা যায়। এমনকী ৩ জুলাই থেকে যখন অমরনাথ যাত্রা শুরু হল, তখনও ৫ ফুটের বেশি ছিল শিবলিঙ্গের হাইট। এরপরই রাতারাতি মাত্র ৫ দিনেই সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে শিবলিঙ্গ। ৬ জুলাইয়ে মধ্যেই যদিও ৯০ শতাংশ গলে গিয়েছিল। বর্তমানে অমরনাথ গুহা ফাঁকা পড়ে আছে। কেন এমন ঘটল? গবেষকদের মতে, হুহু করে যেভাবে তাপমাত্রা এবং গরম বাড়ছে সেটাই মূলত প্রধান কারণ অমরনাথের শিবলিঙ্গ গলে যাওয়ার নেপথ্যে। তার সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন, অতিরিক্ত আর্দ্রতা, ইত্যাদিও আছে। এমনকী গুহার ছাদ থেকে যে জল চুঁইয়ে এই শিবলিঙ্গ তৈরি হয়, হয়তো তাতেও ঘাটতি রয়েছে, সেই কারণে এমনটা ঘটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অমরনাথের শিবলিঙ্গ গলে যাওয়া অন্য কোনও অশনি সঙ্কেত না দিলেও, আবহাওয়ায় যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে সেটা স্পষ্ট করেছে। শিবলিঙ্গ গলে যাওয়ার কারণে কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবারের অমরনাথ যাত্রা? না। যাত্রা জারি আছে। আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে ২০২৬ সালের

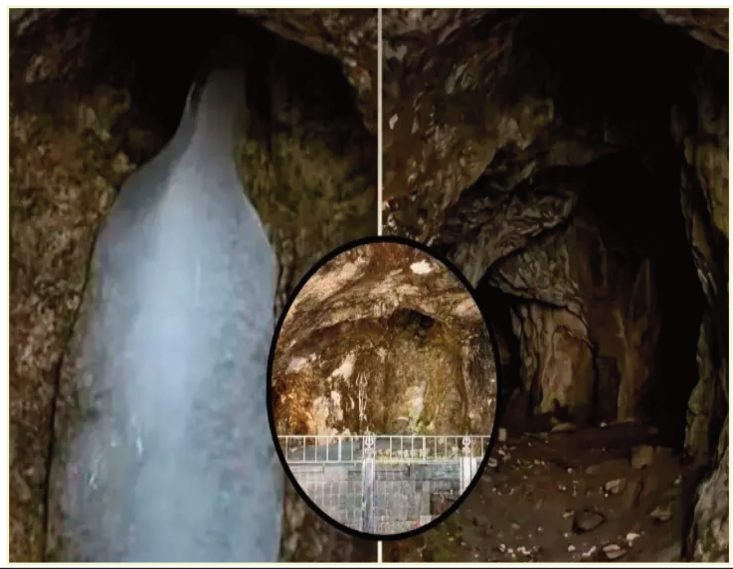

অমরনাথ যাত্রা। দুই রুটে তীর্থযাত্রীরা পৌঁছে যাচ্ছেন দেবদর্শনের জন্য। একটি রুট পহেলগাঁও হয়ে যায়, আর একটি বালতাল হয়ে। এই বছর প্রায় ৪ লাখ তীর্থযাত্রী রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন অমরনাথ দর্শনের জন্য। তার মধ্যে প্রথম দিনই প্রায় ৪৬ হাজার মানুষ এসেছিলেন দেবদর্শনের জন্য। এখন শিবলিঙ্গ না থাকলেও পুজো, অর্চনা চলছে। কীভাবে তৈরি হয় অমরনাথের শিবলিঙ্গ? গুহার ছাদ থেকে যে জল চুঁইয়ে পড়ে সেটাই জমে জমে বরফের এই শিবলিঙ্গ নিজে থেকেই তৈরি হয়। প্রতি বছরই এই শিবলিঙ্গের আকার, সাইজের বদল ঘটে। গোটাটাই তাপমাত্রা, প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই বছর অতিরিক্ত গরমের কারণে সম্পূর্ণ ভাবে গলে গিয়েছে অমরনাথের এই শিবলিঙ্গ বা বরফানি বাবা।

বাথরুমে বসে এই মারাত্মক ভুল করলেই এক পলকে মুছে যাবে স্মৃতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পৃথিবীতে মাঝেমধ্যে এমন কিছু অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে, যা কল্পবিজ্ঞানের গল্পকেও হার মানায়। ২০১৯ সালে হংকং থেকে সামনে আসা এমনই এক ঘটনা পুরো চিকিৎসা জগৎকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। এক সাধারণ মহিলা সকালের আর পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে টয়লেটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে বেরোলেন, তখন তাঁর জীবনের শেষ ১০ বছরের সমস্ত স্মৃতি মাথা থেকে বেমালুম গায়েব! সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের স্বামী, সন্তানদের দেখে ও চিনতে পারলেন না তিনি। এমনকি নিজের চেনা ঘর-বাড়ি দেখেও আঁতকে উঠে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমি কোথায়? এই অচেনা মানুষগুলোই বা কারা?ক্ষু কোনও চোট-আঘাত নেই, কোনও বড় অসুখ নেই; অথচ চোখের পলকে একটা মানুষ কীভাবে ১০ বছর আগের অতীতে হারিয়ে গেলেন, তা নিয়ে আজও চর্চা চলে নেটপাড়ায়।সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাকি দিনগুলোর মতোই স্বাভাবিক কাজকর্ম করছিলেন ওই মহিলা। আচমকা পেটে সামান্য অস্বস্তি অনুভব করায় তিনি টয়লেটে যান। কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেট পরিষ্কার না হওয়ার কারণে তিনি সেখানে মলত্যাগের জন্য বেশ জোরে 'প্রেসার' বা বেগ দিয়েছিলেন। আর এই অতিরিক্ত জোর দেওয়াই তাঁর জীবনে ডেকে আনল এক অদ্ভুত অন্ধকার।বাথরুম থেকে বেরোনোর পরেই তাঁর আচরণ অদ্ভুত ঠেকছিল পরিবারের লোকেদের কাছে। ১০ বছর আগের স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া ওই মহিলা নিজের জন্ম দেওয়া সন্তানদের দেখেও অবাক হয়ে যান। বেগতিক দেখে পরিবার তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর মাথার এমআরআই , সিটি স্ক্যান সহ সমস্ত নিউরোলজিক্যাল পরীক্ষা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রিপোর্টে কোনও ব্রেন টিউমার, স্ট্রোক বা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের চিহ্ন মেলেনি।

অবশেষে চিকিৎসকরা এক হাড়হিম করা সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তাঁরা জানান, বাথরুমে বসে পায়ুদ্বারে অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে (যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়) মহিলার মস্তিষ্কে রক্ত ও অক্সিজেনের সরবরাহ সাময়িকভাবে থমকে গিয়েছিল। আর তাতেই ঘটে গেছে এই চরম বিপর্যয়।ডাক্তাররা এই বিরল ও অদ্ভুত অবস্থার নাম দিয়েছেন 'ট্রান্সিয়েন্ট গ্লোবাল অ্যামনেশিয়া' । এটি এমন এক সাময়িক কিন্তু তীব্র স্মৃতিভ্রংশের অবস্থা, যা হুট করে মানুষকে তাঁর সাম্প্রতিক অতীত ভুলিয়ে দেয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শৈশব বা বহু পুরনো স্মৃতি অক্ষত থাকে, কিন্তু গত কয়েক বছরে তাঁর জীবনে কী কী ঘটেছে; তা মাথা থেকে মুছে যায়।সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল, এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নতুন কোনও স্মৃতি তৈরি করতে পারেন না। তাই তিনি কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর একই প্রশ্ন বারবার করতে থাকেন, কারণ আগের মিনিটে তিনি কী উত্তর পেয়েছেন, তা তাঁর মস্তিষ্ক ধরে রাখতে পারে না। সাধারণত এই সমস্যা কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়, তবে হংকংয়ের এই মহিলার ক্ষেত্রে এর রেশ বেশ কিছুটা দীর্ঘ ছিল।মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু টয়লেটে মাত্রাতিরিক্ত জোর দেওয়াই নয়, আচমকা ভারী ওজন তোলা, তীব্র মানসিক চাপ বা হঠাৎ রক্তচাপের ওঠানামা এই বিপজ্জনক রোগটিকে ট্রিগার করতে পারে। সাধারণত ৫০ থেকে ৭০ বছর বয়সীদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা গেলেও, ব্যতিক্রমীভাবে তরুণদের মধ্যেও এটি ঘটতে পারে।

একটা নয়, পৃথিবীর এখন দু'টো চাঁদ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীর একটাই চাঁদ। এই তথ্য তো সকলেরই জানা। তবে এবার তাতে বদল আসতে চলেছে। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, পৃথিবীর আরও একটি উপগ্রহ বা চাঁদ তৈরি হয়েছে। ঠিক কী জানানো হয়েছে নাসার তরফে? নাসা জানিয়েছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে গ্রহের কাছাকাছি একটি ছোট জিনিস দেখা যাচ্ছে। এবং এটি ধীরে ধীরে ছোট চাঁদ হয়ে উঠছে।

তবে আজীবন এটি পৃথিবীর চাঁদ হয়ে থাকবে এমনটা নয়। এর আয়ু সাময়িক। কিন্তু আপাতত পৃথিবীর একটি নয়, বরং দু'টি চাঁদ। কতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে এবং থাকবে তার এই নতুন উপগ্রহ? নাসার তরফে জানানো হয়েছে ২০৮৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর কাছাকাছি থাকবে তার এই দ্বিতীয় চাঁদ। তারপর ধীরে ধীরে দূরে সরতে থাকবে। শুনে আজগুবি লাগছে নিশ্চয়? ব্যাপারটা খানিক তেমন হলেও সত্যি ঘটছে এটা। আসলে সবটাই অরবিটাল মেকানিক্সের কারণে। তবে এই জিনিসগুলো চাঁদ যেমন বা যেভাবে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খায় সেটা খাবে না। এটা কখনও ঘষটে ঘষটে

চলবে, কখনও লাফিয়ে, বা কিছু। সঙ্গে থাকবে, কিন্তু স্থায়ী বা স্থির ভাবে নয়।তবে এই নতুন চাঁদের জন্য আকাশে কোনও নতুন উজ্জ্বল জিনিস দেখা যাবে, বা আকাশে কোনও বদল আসবে এমনটা একেবারেই নয়। তবে কখনও কখনও তার দেখা মিলতে পারে। যেটা ঠিক তারা নয়, আবার চাঁদের মতো বড় নয়, সেটাই পৃথিবীর দ্বিতীয় অস্থায়ী চাঁদ। পৃথিবীর এই দ্বিতীয় বা অস্থায়ী চাঁদ যেন বুঝিয়ে দিল পৃথিবী একা ঘুরপাক খাচ্ছে না, তার সঙ্গে অন্য বা পুরনো সৌরজগতের জিনিস, টুকরো, অ্যাস্টেরয়েড, ইত্যাদিও রয়েছে।

হুহু করে বাড়ছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের রেট, ২০২৯ এর মধ্যে বিরাট কাণ্ড?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্পিড ৮৩৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। ফলে একবার পাক খেতে পৃথিবীর লাগে ২৩ ঘণ্টা, ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। ভূগোল বইতে এই তথ্যই পাওয়া যায়। যা রাউন্ড ফিগারে ২৪ ঘণ্টা ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু জানেন কি, বর্তমানে মোটেই এই স্পিডে ঘুরছে না। বরং হুহু করে বাড়ছে এই স্পিড। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গিয়েছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্পিড দারুণ বেড়ে গিয়েছে। আর যদি এই জিনিস চলতেই থাকে, অর্থাৎ কোনও বদল না আসে তাহলে, এবং এই বেড়ে যাওয়া গতিতেই পৃথিবী ঘুরতে থাকে তাহলে ২০২৯ সালের মধ্যে প্রথমবারের জন্য বিশ্ববাসী নেগেটিভ লিপ সেকেন্ডের সাক্ষী থাকবে।

সাধারণত ঘড়িতে লিপ সেকেন্ড যোগ করা হয় যাতে ভারতের ধীর গতিতে ঘূর্ণনের সঙ্গে তাল মেলানো যায়।সময়ের হেরফের না হয়। কিন্তু সেই ধারা বদলে এখন যখন পৃথিবী দ্রুত গতিতে ঘুরছে তখন এই লিপ সেকেন্ডের তো প্রয়োজন হবেই না, উল্টে

নেগেটিভ লিপ সেকেন্ড দেখা যাবে। কত বেড়েছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্পিড? গবেষকদের মতে, মিলিসেকেন্ডের ছোট ফ্র্যাকশন সমান বেড়েছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্পিড। আর সেই কারণেই এতদিন যেখানে কোঅর্ডিনেটেড ইউনিভার্সাল টাইমে লিপ সেকেন্ড যোগ করা হতো, সেখানে এবার সেকেন্ড কমাতে হবে। পৃথিবীর এই ঘূর্ণনের স্পিডে বদল আসায় কী প্রভাব পড়বে মানুষের জীবনে? না, দৈনন্দিন জীবনে কোনও ফারাক পড়বে না। তবে কম্পিউটার সিস্টেম, জিপিএস, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিস্তর প্রভাব পড়বে। এমনকী শেয়ার বাজার সহ অন্যান্য টেকনোলজিক্যাল বিষয়েও এর প্রভাব দেখা যাবে। কেন? কারণ এগুলো দারুণ সূক্ষ্ম ভাবে সময় মেনে চলে। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নিবিড় ভাবে গোটা বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছেন, পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্পিডে আসা এই বদল সাময়িক না পার্মানেন্ট সেইটাই বোঝার চেষ্টা চলছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-07-2026 17:02 Page 3

২ বছর ৮ মাসেই বিস্ময়! ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে সৃজন

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা , পাণ্ডবেশ্বর ঃ সবেমাত্র মুখে আদো আদো কথা ফুটেছে। বয়স মাত্র ২ বছর ৮ মাস। তার মধ্যেই ৬ টি পোকামাকড়ের নাম , ৬টি সরীসৃপের নাম, ১৫ টি প্রাণীর নাম, ১৫ টি সবজির নাম, ১৪ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম , ১৮ জন দেবতার বাহনের নাম , শরীরের ২০টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম, ৩৭ টি দেশের পতাকা শনাক্ত করা , ইংরেজি ও বাংলায় সপ্তাহের দিন ও ১২টি মাসের নাম ১২ টি মন্ত্র এবং হনুমান চল্লিশা আবৃতি করা সহ আটটি জাতীয় প্রতীকের নাম বলে নজির গড়ল পশ্চিম বর্ধমানের সৃজন কুন্ডু। পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা সে। বয়স মাত্র দু'বছর আট মাস । আর তার মধ্যেই এই সব বিষয়গুলি ঠোঁটস্থ করে ফেলেছে সে। যার কারণেই জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে । খুদের এই স্বীকৃতিতে আপ্লুত পরিবার থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনরা।সৃজনের বাবা সুখেন কুন্ডু পেশায় একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ও মা রিম্পা কুন্ডু একজন গৃহবধূ, এত কম বয়সে ছেলের এই সাফল্যে তারা জানান , সৃজনের স্মরণশক্তি খুবই ভালো। ওকে নিয়ে যখন বাইরে যেতাম বা বাড়ির মধ্যেই যখন কোনো জিনিস দেখাতাম সেটি সে খুব সহজেই মনে রাখতে পারতো। তারপর নিয়মিত না হলেও প্রায় প্রত্যেকদিন চেষ্টা করতাম ওকে খেলার ছলে সাধারণ পড়াশোনার বাইরেও নতুন কিছু শেখানো। সৃজনের মা রিম্পা কুন্ডু জানান , একবার ওকে হনুমান চল্লিশা মন্ত্র শেখাচ্ছিলাম খুব সহজেই সেটা সে মনে রাখ তে পেরেছিল, যখনই তাকে সেই মন্ত্র পাঠের জন্য বলা হয় তখনই সে গড়গড় করে হনুমান চল্লিশা বলে দেয় সবার সামনে।সৃজনের বাবা সুখেন কুন্ডু বলেন ছেলের এই প্রতিভা দেখে অনলাইনে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। মেইল মারফত ছেলের প্রতিভার ভিডিয়ো পাঠায়। যা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের কর্তারাও। উনারা বিচার বিবেচনা করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তুলে দেওয়া হয় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড-২০২৬ এরবিশেষ সম্মান। সৃজনের মা বাবা জানান , ছেলেকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন আমরা আশীর্বাদ করি সে বড় হোক এবং মানুষের মতন মানুষ হোক।

নদী থেকে নিখোঁজ মহিলার দেহ উদ্ধার

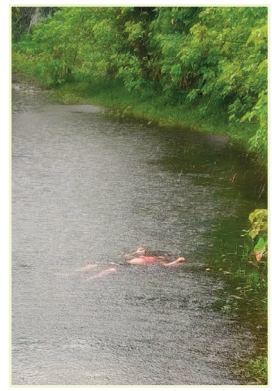

নয়া জামানা, ফলাকাটা ঃ নদী থেকে এক মহিলার রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল ফালাকাটা ব্লকের দক্ষিণ খ য়েরবাড়ি বনাঞ্চলের আমলখি বন সংলগ্ন বুড়িতোর্ষা এলাকায়। মৃত মহিলার নাম আজিমা বিবি (৪৫)। তিনি ময়রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠ্যাংভাঙা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ মৃতার স্বামী, যার জেরে খুনের অভিযোগ তুলেছে মহিলার বাপের বাড়ির সদস্যরা।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সন্ধ্যায় স্বামী হামিদুল ইসলামের সঙ্গে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা তুলতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন আজিমা বিবি। টাকা তোলার পর এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা থাকলেও রাতে তাঁরা আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকজন যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁদের সন্ধান মেলেনি। এরপর সকালে বুড়িতোর্ষা নদীতে ওই মহিলার দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।মৃতার পরিবারের দাবি, আজিমা বিবিকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিবাদ চলছিল এবং ঘটনার পর থেকে হামিদুল ইসলাম নিখোঁজ থাকায় সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে। খ বর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। নিখে াঁজ স্বামীর খোঁজে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি সব দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি যুবক

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ পূর্বের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ভারত, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মহালদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একজোড়া মহিষ-সহ হারুন শেখ ওরফে কালুকে আটক করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত হারুন শেখের বাড়ি বাংলাদেশের শিবগঞ্জ থানা এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সীমান্তবর্তী এলাকায় মহিষ পাচার চক্রের সঙ্গে তার যোগ থাকতে পারে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার সেকেন্দ্রা গ্রামপঞ্চায়েতের লালখানদিয়ারের খেজুরতলা এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরপর তিন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।জঙ্গিপুর ফাঁড়ির ওসির নেতৃত্বে সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপক পুলিশি নজরদারি ও টহলদারি চালানো হচ্ছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং নিয়মিত নাকা তল্লাশি চলছে। পুলিশের দাবি, সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পাচার রুখতে এই অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।এই ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ধৃতকে আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হতে পারে।

ডিমের দাম আকাশছোঁয়া,বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ আইসিডিএস কর্মীরা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি শহর ও আশপাশের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার নাম ডিম। বাজারে প্রতিদিনই ডিমের দাম বেড়েই চলেছে। আর সেই বাড়তি দামের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হয়ে পড়েছেন আইসিডিএস বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। সরকারি বরাদ্দে যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে, সেই টাকায় বাজার থেকে ডিম কিনে শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের নিয়মমতো দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলে দাবি তাঁদের।এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে জলপাইগুড়ি আরবান (সদর) আইসিডিএস প্রকল্পের কর্মীরা জেলা প্রকল্প আধিকারিক (ডিপিও)-এর কাছে লিখিতভাবে আবেদন জমা দিয়েছেন। তাঁদের মূল দাবি, যতদিন না সরকারি বরাদ্দ বাড়ছে বা বাজারদরের সঙ্গে মিলছে, ততদিন অন্তত সপ্তাহে একদিন ডিম বিতরণ বন্ধ রাখার অনুমতি দেওয়া হোক। তাতে বাকি দিনগুলিতে নিয়ম মেনে ডিম দেওয়া কিছুটা হলেও সম্ভব হবে।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কথায়, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গর্ভবতী ও সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া মায়েদের প্রতিদিন একটি করে গোটা ডিম দিতে হয়। এছাড়া ছোট শিশুদেরও নির্দিষ্ট নিয়মে একদিন অন্তর একটি করে ডিম অথবা প্রতিদিন অর্ধেক করে ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই খাবার শিশু ও মায়েদের পুষ্টির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন বাজারে একটি ডিমের দাম প্রায় ৮ টাকা বা তারও বেশি হয়ে গেছে। অথচ সরকার থেকে প্রতিটি ডিমের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় মাত্র ৬ টাকা ৫০ পয়সা।ফলে প্রতিটি ডিম কিনতে গিয়েই কর্মীদের নিজেদের পকেট থেকে অতিরিক্ত প্রায় দেড় টাকা করে দিতে হচ্ছে। শুনতে অল্প মনে হলেও প্রতিদিন বহু ডিম কিনতে হয় প্রতিটি কেন্দ্রে। মাসের শেষে সেই বাড়তি টাকার অঙ্ক অনেকটাই বেড়ে যায়। সেই টাকা নিজেদের সংসার চালিয়ে দেওয়া অনেক কর্মীর পক্ষেই আর সম্ভব হচ্ছে না।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী টুম্পা বালো, অপর্ণা রায়, নিবেদিতা ঘোষ-সহ একাধিক কর্মীর অভিযোগ, অনেক দিন ধরেই তাঁরা নিজেদের টাকায় এই ঘাটতি মিটিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন ডিমের দাম এতটাই বেড়ে গেছে যে আর সেই অতিরিক্ত খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা প্রশাসনের কাছে সমস্যার কথা জানিয়েছেন।তাঁদের আরও দাবি, গত ৭ জুলাই থেকে আরবান (সদর) এলাকার বেশ কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রতিদিন ডিম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট দিনে ডিম দেওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছে। কারণ বাজার থেকে বেশি দামে ডিম কিনে প্রতিদিন বিতরণ করলে কেন্দ্র চালানোই কঠিন হয়ে পড়ছে।কর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা কোনওভাবেই শিশু বা মায়েদের খাবার বন্ধ করতে চান না। কিন্তু সরকারি বরাদ্দ আর বাজারদরের মধ্যে এত বড় ফারাক থাকলে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই তাঁরা চাইছেন সরকার দ্রুত এই বিষয়ে নজর দিক এবং বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ডিমের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিক।

কাটমানি-তোলাবাজির অভিযোগে আটক তৃণমূল নেত্রী

নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ কাটমানি ও তোলাবাজির অভিযোগে বিজেপি ঘেরাওয়ের পর নিজের বাড়ির বক্স খাটের ভেতর থেকে আটক হলেন তৃণমূলের মহিলা সভানেত্রী আসমিনা বেগম। মাথাভাঙা শহর ব্লকের এই তৃণমূল নেত্রী নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মাথাভাঙা থানায় আগেই অভিযোগ দায়ের করেছিল বিজেপি। বিজেপির মহিলা মোর্চা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এরপর ঘরে তল্লাশি চালিয়ে বক্স খাটের ভেতর থেকে আসমিনা বেগমকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-07-2026 17:02 Page 4

সংরক্ষণের অভাবে ধুঁকছে হুগলি জেলার ইলছোবার ইতিহাস

বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছে বহু জনপদ। সেখানকার ইতিহাস, প্রাকৃতিক শোভা, উর্বরতা, শিল্পকলা, ভাস্কর্যের প্রতি আমরা সেভাবে দৃষ্টি দিই না। সেখান থেকে উঠে আসে অতীতের বহু উপাদান। হুগলি জেলার ইলছোবা গ্রাম তেমনই এক প্রাচীন জনপদ। জায়গাটি ইতিহাসের গতিপথে স্বতন্ত্র এক স্থান করে নিয়েছে। এককালে গণ্ডগ্রাম ছিল। আজ আধুনিকতার প্রসার যথেষ্ট। তবে সংরক্ষণের অভাবে ধুঁকছে ইলছোবার ইতিহাস। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম রামগতি ন্যায়রত্ন। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বহরমপুর ছিলেন সেই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস নিয়ে বই রচনা করেন। ইলছোবা গ্রামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্মস্থান। আজকাল বাঙালি প্রজন্ম ভুলতে বসেছে এই সকল পথপ্রদর্শকদের কথা। রামগতি ন্যায়রত্ন ছিলেন সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র ও অধ্যাপক। চিরস্মরণীয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খুবই প্রিয় ছাত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয় ইলছোবা মণ্ডলাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যাসাগর ও রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংযোগ প্রাণ পেয়েছে এই ইলছোবা গ্রামে।ইলছোবায় প্রত্নবিলাসী মনে খুঁজে বেড়ালে মিলবে বাংলার একাধিক মন্দির স্থাপত্য। পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় প্রত্নবশেষ। ইঁটের তৈরি ছোটো-বড়ো নানা রীতির স্থাপত্য। গ্রামে জমিদার হিরণ্য বংশ ও দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো মন্দির বর্তমান। ইলছোবায় প্রত্নবিলাসী মনে খুঁজে বেড়ালে মিলবে বাংলার একাধিক মন্দির স্থাপত্য। পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় প্রত্নবশেষ। ইঁটের তৈরি ছোটো-বড়ো নানা রীতির স্থাপত্য। গ্রামে জমিদার হিরণ্য বংশ ও দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো মন্দির বর্তমান। মধ্যপাড়ায় অবহেলিত অবস্থাতে চারচালার মন্দিরটিও বহু পুরোনো। প্রতিষ্ঠাফলক চোখে পড়ে না। টেরাকোটা শিল্পের অলংকারে ষাঁড়ের পিঠে বসে শিব ও নন্দীর দৃশ্য সামনের অংশে মাঝের খিলানের ওপর দেখা যায়। জমিদার রামলোচন দাসের প্রতিষ্ঠিত জোড়া পঞ্চরত্ন মন্দিরের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। অপূর্ব টেরাকোটার নকশা সারা দেওয়াল জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে। জোড়া মন্দির স্থাপত্যে খিলানের ওপর ও প্যানেলে ফুল, লতাপাতা, চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ, রাসমন্দল, শৈব যোগী, দুর্গা, নৌযান, বন্দুকধারী সাহেব ইত্যাদি দৃশ্য বিশেষ করে লক্ষণীয়। দাস বংশের আর এক আটচালার মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নদশায়।গ্রামের হিরণ্য বংশ অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু স্থাপত্য আছে। তার মধ্যে আটচালার মন্দির বেশ কয়েকটি বর্তমান। সবথেকে জনপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়দের বারোচালার শিব মন্দিরটি। বাংলায় বারোচালার স্থাপত্য অপেক্ষাকৃত কম। চারটি চালা বা ঘরের মতো কাঠামোর ওপর চারটি চালা নিয়ে হয় আটচালা। আটটি চালার ওপর আরও চারটি চালা নিয়ে বারোচালা স্থাপত্য শৈলী গঠন হয়। বারোচালার মন্দিরটি সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। শিখরে ধাপে ধাপে বারোটি চালা উঠেছে। মন্দিরে টেরাকোটার অলংকরণ চিত্রায়িত হয়েছে। ইলছোবার বারোচালার স্থাপত্যটি প্রাচীন নিদর্শন। গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়দের মন্দিরগুলো দেখতে এসেছিলেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। স্থাপত্যের অনেক ছবি তুলেছিলেন। গবেষণার কাজে রমেশচন্দ্র মজুমদার পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ইলছোবায় দাস বংশের জোড়া বিষ্ণুমন্দিরের একটিতে আছে কষ্টি পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তির বয়স বহু প্রাচীন। বিষ্ণু মধ্য স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বামদিক, ডানদিক, ওপর ও নিচে অন্য দেবদেবী, বাহন, রক্ষক ইত্যাদি আছেন। বিষ্ণুর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বাংলা থেকে যে সকল মূর্তি উদ্ধার হয়েছে তার বেশিরভাগের মধ্যে এই লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট। বিষ্ণু মূর্তিটি পাদপীঠের ওপর দাঁড়িয়ে। দাস বংশ মূর্তিটির নিত্য পুজো করেন। এটি সম্ভবত মধ্যযুগের সময়কার। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, এইরকম বিষ্ণু মূর্তিকে স্থানক বলা হয়। অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তি। বাংলাদেশে স্থানকমূর্তি সবচেয়ে বেশি উদ্ধার হয়েছে। বেশিরভাগ অঞ্চলে স্থানকমূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কলকাতার একাধিক সংগ্রহশালাতে এই ধরনের মূর্তি আছে। মন্দির স্থাপত্য অলংকরণ শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য নয়, যার চিত্রায়ন মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। ব্রজলীলার অনুকরণে বাংলায় বৈষ্ণব ভাবধারায় রাস উৎসব উদযাপনের সূচনা হয়েছিল। হুগলি ও নদিয়ার রাস উৎসব খুবই জনপ্রিয়। শারদোৎসবের এক মাস পরেই রাস উৎসব আসে। মূলত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা ও গোপীরা এইদিন নৃত্যলীলা করেন। রাস পূর্ণিমায় চিরাচরিত উৎসবের চিত্রটি টেরাকোটা অলংকারে মন্দিরের ফলকে দেখা যায়। যাকে 'রাসমণ্ডল' বলে। পঞ্চরত্ন মন্দিরের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটি রাসমণ্ডল দেখা যায়। খিলানের উপরের অংশে অবস্থান করছে। জোড়া পঞ্চরত্ন মন্দিরে এছাড়াও আছে টেরাকোটা অলংকারে কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, পুরাণের চিত্র, বন্দুকধারী সাহেব ইত্যাদি ফলকে অলংকৃত। তবে কিছু কাজ সময়ের সঙ্গে নোনা ধরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের আগের রূপ হারাচ্ছে। গ্রামে বিরাট এক পুকুরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে 'হাঁস বাড়ি'। সুবিশাল এই ভবনের জৌলুস আজ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। বর্তমানে কয়েকজন সদস্য বাস করেন। নিত্য শ্রীধর নারায়ণ জিউ পুজো হয়। ভেতরে ফাঁকা পড়ে বিরাট ঠাকুরদালান। বিশাল এই ভবনের মাথায় দুটি জোড়া হাঁসের মূর্তি আছে। বলা হয়, বাস্তু শাস্ত্রতে জোড়া হাঁস শুভ প্রতীক। আর ভবনের মাথায় লেখা 'বন্দেমাতরম'। তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংযোগ ছিল হাঁস বাড়ির সঙ্গে।এখানকার আকর্ষণীয় আর একটি জায়গা 'লাট বাংলো'। যা ডা বিহারীলাল ঘোষের বাসভবন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হয় এই বাংলো। ডা বিহারীলাল ঘোষ ছিলেন বিহারের মিথিলা অঞ্চলের ঐতিহাসিক রাজবংশ দ্বারভাঙা রাজ এস্টেটের চিকিৎসক। এখানকার আকর্ষণীয় আর একটি জায়গা 'লাট বাংলো'। যা ডা বিহারীলাল ঘোষের বাসভবন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হয় এই বাংলো। ডা বিহারীলাল ঘোষ ছিলেন বিহারের মিথিলা অঞ্চলের ঐতিহাসিক রাজবংশ দ্বারভাঙা রাজ এস্টেটের চিকিৎসক। তিনি একজন বড়ো মাপের চিকিৎসক ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ডা ঘোষ ইলছোবা মণ্ডলাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই গ্রামের স্কুলেই তিনি প্রথমে নাম লেখান। সেকথা আজো লাট বাংলোর ফলকে উল্লেখিত আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম ব্যাচের প্রথম ছাত্র ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসন্ন কুমার বসুসর্বাধিকারীর থেকে প্রশংসিত হয়েছিলেন। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে গ্রামে এই লাট বাংলো অনেক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। বর্তমান সময়ে সে বাসভবন অত্যন্ত বেমেরামতি অবস্থায়। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো স্থাপত্য গ্রামের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কয়েকটি পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার দিকে। সেগুলো প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এই ধরনের স্থাপত্যগুলো হারালে বহু অধ্যায় মুছে যাবে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।